

মহাশবিরাত্রি পূজা বধিঃ

শবিকে বলা হয় আশুতোষ। অর্থাৎ আশু বা খুব তাড়াতাড়ি অল্পেই তুষ্ট হন যিনি! ফলে, সব পুরাণ মতে তাঁকে তুষ্ট করার জন্য পঞ্চাক্ষর বীজমন্ত্র 'নমঃ শবায়'-ই যথেষ্ট! নষ্টি সহকারে, ভক্তি ভরে নমঃ শবায়-এর উচ্চারণেই তাই সাঙ্গ হয় শবিপূজার যাবতীয় বধি।

কিন্তু মহাশবিরাত্রির পূজা অন্য দিনের শবিপূজার চেয়ে একটা দিক থেকে আলাদা। এটি ব্রত অর্থাৎ, এটি বিশেষ পূজার দিন। যে কোনও ব্রত পালনের কিছু বিশেষ নিয়ম থাকেই। মহাশবিরাত্রিও রয়েছে। যহেতু সারা বছরব্যাপী শবিপূজার মধ্যে এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই এই ব্রত পালন শুরু হয় মহাশবিরাত্রির আগের দিন থেকে। শেষ হয় পরের দিন। অতএব, সেই ব্রত পালনের জন্য তৈরি হওয়া যাক আজ থেকেই! => ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী তিথি-ই শবিপুরাণ মতে মহাশবিরাত্রি। তাই ত্রয়োদশী তিথি থেকেই নজিকে প্রস্তুত করতে হবে এই বিশেষ পূজার জন্য। শবিপুরাণ মতে এবং মহাশবিরাত্রি ব্রতপালন বধি অনুসারে ত্রয়োদশীতে এক বেলো নরীমষি আহার খেয়ে থাকতে হয়। যাত্রে চতুর্দশীতে উদরে আহারের কণামাত্রও না থাকে!

=> মহাশবিরাত্রির দিন একবোরের সকালেই ঘুম থেকে উঠে পড়া নিয়ম। ঘুম থেকে উঠেই স্নান করে নিতে হয়। কালো তলি ভজো জলে স্নান করাই বধিয়ে। শবিপুরাণ মতে, তাতে শরীর শুদ্ধ হবে।

=> স্নান শেষে গলে সঙ্কল্পের পালা। কনে না, এই পূজা এবং ব্রত পালন করতে হয় নজিকে সংযত রেখে। মনে মনে সঙ্কল্প করুন --- চতুর্দশীর সারা দিন এবং রাত আপন শি শুদ্ধ শরীরে এবং মনে থাকবেন। থাকবেন উপবাসে। সঙ্কল্প হয়ে গেলে "নমঃ শবায়" বীজমন্ত্রে প্রণাম জানান শবিকে। তাঁর আশীর্বাদ কামনা করুন। যাত্রে আপনার সঙ্কল্প রক্ষা হয়।

=> অনেকে আজকাল দুপুরের মধ্যেই শবিপূজা সরে নেন। কিন্তু যখন বলছি মহাশবিরাত্রি, তখনই স্পষ্ট- এই পূজার আদর্শ সময় রাত। সারা রাত ধরে চলে মহাশবিরাত্রির ব্রত। তাই সন্ধ্যাবেলাতেও একবার স্নান করে শুদ্ধ হয়ে পূজার জোগাড় করুন। হাতের কাছে গুছিয়ে রাখুন জল, দুধ, দই, ঘি, মধু, ফুল, বেলপাতা, গোলাপ জল, চন্দন বাটা, কুঙ্কুম বা সঁদুর, ধূপ, ঘিয়ে প্রদীপ, পাঁচটি ফল, মষ্টি।

=> মহাশবিরাত্রিকে ভাগ করা হয় চারটি প্রহরে। এক একটি প্রহরে গুগামাটিদিয়ে তৈরিকরতে হয় একটি করে শবিলিঙ্গ। খোয়াল রাখুন, এক প্রহরেরে লিঙ্গেরে পূজা অন্য প্রহরে করা যায় না। কনে না, প্রহর ভেদে শবিরে চারটি রূপেরে পূজা করা হয় এই রাত্রে। তবে, গুগামাটিনা পলে বা শবিলিঙ্গ বানাতো না জানলে কালো পাথরের একটিই লিঙ্গ বা বাণলিঙ্গ, নর্মদালিঙ্গ, রত্নলিঙ্গ ইত্যাদি বহিতি আধারে পূজা করা যায়।

=> মহাশবিরাত্রির পূজার প্রথম ধাপ অভষিকে। অর্থাৎ, লিঙ্গকে স্নান করানো। প্রথম প্রহরে 'হট্ট ঈশাণায় নমঃ' মন্ত্রে দুধ দিয়ে, দ্বিতীয় প্রহরে 'হট্ট অঘোরায় নমঃ' মন্ত্রে দই দিয়ে, তৃতীয় প্রহরে 'হট্ট বামদবোয় নমঃ' মন্ত্রে ঘি দিয়ে এবং চতুর্থ প্রহরে 'হট্ট সদ্যোজাতায় নমঃ' মন্ত্রে মধু দিয়ে স্নান করিয়ে পূজা করতে হয়। এই সময় প্রার্থনা করা হয়, হে শবি, তোমাকে নমস্কার। তুমি

সটোভাগ্য, আরোগ্য, বদ্যি, অর্থ, স্বর্গ, অপবর্গ দিয়ে থাকো। তাই এগুলো
তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। হে গৌরীপতি, তুমি আমাদের ধর্ম, জ্ঞান, সটোভাগ্য,
কাম, সন্তান, আয়ু ও অপবর্গ দাও।

=> অভ্যিকেরে পরে শবিলঙ্গে চারপ্রহরে চারটি অর্ঘ্য দেওয়া নিয়ম। তার পর,
ফুলে সাজিয়ে দিনি শবিলঙ্গ। ফুল এবং মালা দেওয়ার সময়ে উচ্চারণ করুন নমঃ
শবিায়।

> তার পরে চন্দন বাটার প্রলপে দিনি শবিলঙ্গে। চন্দনের পরে কুঙ্কুম বা সঁদিরুরে
আলপেন দিনি।

> এর পর ধূপ এবং ঘিয়ে প্রদীপ নিয়ে "নমঃ শবিায়ঃ" মন্ত্রে আরতি করুন।

> আরতির পর ফল এবং মিষ্টি নিবিদেন করুন শবিকো।

> সবার শেষে সম্ভব হলে পাঠ করুন শবিরে অষ্টোত্তর শতনাম।

> প্রত্যকে প্রহরই এভাবে পূজা করুন শবিকো। উপবাস ভঙ্গ করুন পরের দিনে।

> খোয়াল রাখবেন, মহাশিবরাত্রির পরের দিন সূর্যোদয়ের আগেই স্নান করে,
চতুর্দশী তিথি থাকতে থাকতে উপবাস ভঙ্গ করতে হয়। কোনও ব্রাহ্মণের কাছে
শিবরাত্রির ব্রতকথা শুনলে, তাঁকে দক্ষিণা দিয়ে উপবাস ভঙ্গ করুন। নমঃ শবিায়ঃ!

বধি অনুযায়ী পূজা রাত্রির চার প্রহরে চার বার ---দুধ, দই, ঘি ও মধু দিয়ে শবি
স্নান কর্তব্য।

-

প্রথম ---

সঙ্কল্প -- ওঁ শিবরাত্রি ব্রতং হ্যতেৎ করষ্যে দৃহং মহাফলং।

----- নর্বিঘ্নিমস্তু মে দেবে তৎপ্রাদাজ্জগৎপতে।।

-

এইবার বধিসিদ্ধান্ত পূজা করে নীচে দেওয়া হল।

আসনে বসে রুদ্রাক্ষমালা, ভস্মত্রিপিণ্ড্র ধারণ করে পঞ্চবধি শুদ্ধি, সূর্যার্ঘ্য,
গুরু, ইষ্ট এবং পঞ্চদেবতার পূজা করতে হবে। বিশেষ স্নান ও অর্ঘ্য মন্ত্রে
রাত্রির চার প্রহরে শবিপূজা কর্তব্য।

-

প্রথম প্রহর

=====

'ওঁ হটৌ ঈশানায় নমঃ' ----মন্ত্রে দুধ দিয়ে স্নান করিয়ে পরে জলে স্নান করতে
হবে ---

অর্ঘ্য মন্ত্র --

ওঁ শিবরাত্রি ব্রতং দেবে পূজাজপপরায়ণঃ।

করোমি বধিবিত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বরঃ।।

দ্বিতীয় প্রহর

=====

'ওঁ হটৌ অঘোরায়ে নমঃ' ----মন্ত্রে দই দিয়ে স্নান করিয়ে পরে জলে স্নান করতে
হবে ---

অর্ঘ্য মন্ত্র --

ওঁ নমঃ শবিায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।

শবিরাত্রটৌ দদামর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ।।

তৃতীয় প্রহর

=====

'ওঁ হটৌ বামদবোয় নমঃ' ----মন্ত্রে ঘদি দিয়ে স্নান করিয়ে পরে জলে স্নান করাত হবো ---

অর্ঘ্য মন্ত্র --

ওঁ দুঃখদারদ্রিশোকেনে দগ্ধোহং পার্বতীশ্বর।

শবিরাত্রটৌ দদামর্ঘ্যং উমাকান্তং প্রসীদ মৌ।।

চতুর্থ প্রহর

=====

'ওঁ হটৌ সদ্যোজাতায় নমঃ' ----মন্ত্রে মধু দিয়ে স্নান করিয়ে পরে জলে স্নান করাত হবো ---

অর্ঘ্য মন্ত্র --

ওঁ মমকৃত্যান্বনকোনি পাপানি হর শঙ্কর।

শবিরাত্রটৌ দদামর্ঘ্যং উমাকান্তং গৃহাণ্ মৌ।।

প্রতীবার পূজার শেষে অষ্টমূর্তি, গটৌরী, স্কন্দ, গণপতি, নন্দীশ্বরাদি শিবিগণদরে পূজা কর্তব্য। পূজার শেষে শবিনরিমাল্য দ্বারা চণ্ডেশ্বরের পূজা করণীয়।

যে শবিরাত্রি পূজা বধি দিওয়া হল, তা সাধারণ ভক্ত, যারা পুরোহিতি দ্বারা বা প্রতীষ্টি মন্দিরে গিয়ে পূজা করবনে, তার কথা মাথায় রেখে বলা হয়েছে। যারা স্বয়ং পূজায় অধিকারী, তাদের জন্য বধি খুব তাড়াতাড়ি দিওয়া হবো।

হর হর মহাদেব

শবিরাত্রনির্গণ্যবশিষ্টে স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দনস্য বধিান যথা-

"যদ্বদিনি প্রদোষনশীথোভয়।

ব্যাপিনী চতুর্দশী তদ্বদিনি ব্রতম্। যদা তু পূর্বদ্যুনশীথব

ব্যাপিনী পরদ্যুঃ প্রদোষমাত্রব্যাপিনী তদা পূর্বদ্যুর্ব্রতম্। যদা তু ন

পূর্বদ্যুনশীথব্যাপ্তিঃ পরদিনি প্রদোষব্যাপিনী তদা পরদিনি।"

অর্থাৎ, যাইদনি চতুর্দশী প্রদোষ ও রাত্রি উভয়ব্যাপিনী হবো, সৈদনি শবিরাত্রি পালনীয়। অভাবে যদি দেখা যায় যে পূর্বদিনি রাত্রি ও পরদিনি কেবল

প্রদোষস্পৃষ্ট চতুর্দশী প্রাপ্তি হচ্চে, সেক্ষেত্রে পূর্বদিনি অর্থাৎ নশীথযুক্ত চতুর্দশীকে গ্রহণ করত হবো। যদি তথি পূর্বদিনি নশি অতিক্রম করে শুরু হয়ে পরের দিন প্রদোষ নিয়ে থাকবে, তাতে পরদিসে ব্রত পালনীয়।

পারণ বশিষ্টে যথা-

পারণন্তু পরদিনি চতুর্দশীলাভে চতুর্দশ্যাং তদলাভে অমাবস্যায়াম্।

অর্থাৎ, পরদিসে চতুর্দশী লাভে চতুর্দশীতে, না পাওয়া গেলে অমাবস্যায় পারণ কর্তব্য।

প্রমাণ বশিষ্টে বসিগুধর্মোত্তর, স্কন্দপুরাণ, লঙ্কাপুরাণ ও গটৌরী। তন্ত্র দ্রষ্টব্য।